POLICY BRIEF

Partnership Development Justice
NETZ বাংলাদেশ

জলবায়ু সংক্রান্ত বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় জেন্ডার সংবেদী সমাধান ও প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ

ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অভিঘাত ও বিপদাপন্নতা নিয়ে ২০২২ সালে প্রকাশিত আইপিসিসি'র এআর-৬ রিপোর্টে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জরুরিভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন পূর্ববর্তী ধারণার চেয়ে দ্রুততম সময়ে ও ব্যাপক আকারে ঘটছে যার ফলে দক্ষিণ এশিয়া ও উন্নয়নশীল ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রসহ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের নিম্ন আয়ের দেশগুলো বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা ইতোমধ্যে (২০২০ সালে) ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি উচ্চ আয়ের দেশগুলো অনতিবিলম্বে উল্লেখযোগ্যহারে কার্বন নিঃসরণ কমানো ও প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে পূর্বাভাস অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে সমাজ, অর্থনীতি এবং প্রতিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। জলবায়ু পরিবর্তন বিদ্যমান সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলোকে আরও বাড়িয়ে তোলে, জনগোষ্ঠীর ওপর গুরুতর প্রভাবসহ একটি ঝুঁকি-কেন্দ্রিক বিশ্বের দিকে ঠেলে দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিস্তৃত অভিঘাতগুলোর মধ্যে রয়েছে অতি-দারিদ্র্য বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, পানি সংকট এবং সামাজিক অসমতা থেকে শুরু করে নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে জলবায়ু সৃষ্ট অভিবাসন দৃশ্যমান হওয়া।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং বিপদাপন্নতা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যদিও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ঘটার পেছনে দেশটির দায়-দায়িত্ব ন্যূনতম বা নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (এনএপি, ২০২২-২০৫০) সমগ্র দেশে ১৪টি প্রধান জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-এ ছয়টি জলবায়ু হট-স্পট চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র এলাকা, নদী অববাহিকা এবং বন্যাপ্রবণ এলাকা অন্তর্ভুক্ত। কৃষক, মৎস্যজীবী, শ্রমিক এবং বিভিন্ন পেশাগত গোষ্ঠী, যারা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রতিবেশের ওপর নির্ভরশীল, তারা ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতির শিকার হচ্ছে। দেশের সকল জলবায়ু হট-স্পট-এ দরিদ্র মানুষ, নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রভাব বেশ তীব্র। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, কম মজুরি, খাদ্য এবং জীবিকা অনিরাপত্তাসহ সামাজিক কারণগুলো প্রাতিষ্ঠানিক এবং সুশাসনের সমস্যাগুলোর সাথে মিলে তৈরী লিঙ্গ-সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ (নারীদের সীমিত অংশগ্রহণ এবং চলাচলের বাঁধা, সিদ্ধান্তগ্রহণের বাঁধা, ইত্যাদি) এসব এলাকায় পুরুষের তুলনায় নারীদের জলবায়ু অভিঘাতের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। নেট্জ-এর সাম্প্রতিক গবেষণা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশের জলবায়ু-সংবেদনশীল এবং দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে লিঙ্গ বৈষম্য এবং সামাজিক অসাম্য উল্লেখযোগ্যহারে বেশি।

নেট্জ বাংলাদেশ-এর অনুসন্ধানমূলক গবেষণা

নেট্জ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত তিনটি অঞ্চলে - দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিম বরেন্দ্র এলাকা এবং উত্তর-মধ্যাঞ্চল নদী অববাহিকা- দারিদ্র্যপীড়িত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীর জলবায়ু বিপদাপন্নতার প্রাকৃতিক এবং সামাজিক কারণগুলো সম্যকভাবে বোঝার জন্য একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা পরিচালনা করেছে। স্তরায়িত দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে মোট ৪৩৪টি খানাকে গবেষণার তথ্যদাতা হিসেবে বেছে নেয়া হয়। গবেষণাটি উক্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিযোজন ক্ষমতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত কমানো সম্পর্কিত সরকারি সহায়তা এবং সেবাসমূহে তাদের অভিগম্যতাও পরীক্ষা করেছে। অংশগ্রহণমূলক এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি (বহুমুখী) গবেষণা পদ্ধতির অবলম্বনে পরিচালিত এই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে এই সংক্ষিপ্ত নীতিপত্রের সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

দুর্যোগের ধরন এবং বিপদাপন্নতা

ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, বন্যা, ভাঙন, খরা এবং শৈত্যপ্রবাহসহ জলবায়ুসংঘঠিত দুর্যোগসমূহ গবেষণা অঞ্চলে পুনরাবৃত্তিমূলক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা যায়। দরিদ্র অবস্থায় বসবাসকারী নারীরা ধারাবাহিকভাবে সবচেয়ে বিপদাপন্ন গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং জীবন-জীবিকার প্রধান উৎসগুলো যেমন ক্ষুদ্র-কৃষি, দিনমজুরি, গৃহস্থলির বাগানকৃষি, গবাদি পশু, মৎস্য, আবাসন, খাদ্য নিরাপত্তা, পানীয়জল সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন (পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য) সুবিধা ইত্যাদি বিশেষভাবে বিপদাপন্নতার মুখে পড়ছে। গবেষণাটি ইঙ্গিত দেয় যে, মানুষের বিপদাপন্নতা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার ফলাফলের সঙ্গে লিঙ্গীয় ও সুশাসনের সমস্যা থেকে উদ্ভূত। সমাজের ধনী এবং সুবিধাপ্রাপ্ত অংশ প্রায়শই সচেতনতা এবং সম্পদের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে, কিন্তু দরিদ্র অবস্থায় থাকা নারী এবং সামাজিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠী এই অভিযোজন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। প্রতিনিয়ত জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও দুর্যোগের সম্মুখীন হওয়া এবং লিঙ্গীয় পক্ষপাত, অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও দুর্বল শাসন ব্যবস্থার মতো পদ্ধতিগত সমস্যাগুলো থেকে এই বৈষম্য উদ্ভূত হয়, বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এলজিআই) এবং জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের থেকে সময়মতো ও যথাযথভাবে সাড়াদান না করা।

বিপদাপন্নতার সামাজিক কারণ

বিপদাপন্নতার কারণগুলোর মধ্যে চরম দারিদ্র্য ও অভিযোজন ক্ষমতার ঘাটতি এবং সামাজিক নিরাপত্তার ওপর তার বিরূপ প্রভাব, স্থানীয়পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা বিশেষত স্থানীয় সরকার এবং এর কর্মীদের কাজের গতিশীলতা এবং জবাবদিহিতার অভাব উল্লেখযোগ্যভাবে দায়ী। স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের সাথে দরিদ্র নারীদের ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা এবং ইতিবাচক সম্পর্কের অভাব সরকারী সহায়তা এবং সেবাসমূহে তাদের প্রবেশাধিকার বাধাগ্রস্ত করে, যা বিপদাপন্নতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, পিতৃতান্ত্রিক রীতিনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধসহ বিশেষ করে লিঙ্গীয় নিয়ামকগুলো দরিদ্র অবস্থায় বসবাসকারী নারী এবং সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত অন্যান্য গোষ্ঠীর চলাচল এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। ফলে, সুবিধাবঞ্চিত নারীরা প্রায়শই স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অংশ নিতে পারেন না এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিতদের পক্ষে সিদ্ধান্তগ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারেন না।

জলবায়ুঘটিত সামাজিক দ্বন্দ্ব

গবেষণার তিনটি অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত দ্বারা সবচেয়ে বেশি সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং প্রায়শই সেগুলো স্থানীয় মধ্যস্থতা বা নির্বাচিত প্রতিনিধি ও স্থানীয় নেতার হস্তক্ষেপে সমাধান করা হয়। তবে, এই প্রক্রিয়াগুলো যথেষ্ঠ নয় এবং অধিকাংশক্ষেত্রে সামাজিকভাবে সুবিধাভোগীদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হিসেবে বিবেচিত। এজন্য দরিদ্র অবস্থায় বসবাসকারী জনগণ, প্রান্তিক নারী এবং সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয় এমন রূপান্তরমূলক দ্বন্দ্ব নিরসনের কৌশল প্রয়োজন।

জেন্ডার-রেসপনসিভ (লিঙ্গীয়-সঙ্গতিপূর্ন/প্রতিক্রিয়াশীল) অভিযোজনের প্রয়োজন

দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের অভিযোজন ক্ষমতা খুবই সীমিত, এদের খুব ছোট অংশই কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম। মোকাবেলার উপায় হিসেবে ঋণ গ্রহণ, আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা চাওয়া, পেশা পরিবর্তন করা বা সাময়িক অভিবাসন করার প্রচলন খুব বেশি, কিন্তু বিপদাপন্নতা হ্রাস করার জন্য সেগুলো যৎসামান্য। তাই, দরিদ্রবান্ধব, জেন্ডার-রেসপনসিভ এবং স্থানীয়ভাবে কার্যকর অভিযোজনের ওপর অধিকমাত্রায় জোর দেয়া দরকার।

জলবায়ু ন্যায্যতার জন্য জেন্ডার-রেসপনসিভ জলবায়ু কর্মকান্ডের পদক্ষেপকে ত্বরান্বিত করা

দীর্ঘমেয়াদে সমাজ ও পরিবেশের সক্ষমতা ও সহনশীলতা বাড়ানোর জন্য জেন্ডার রেসপনসিভ জলবায়ু কর্মপরিকল্পনার (GRCA) লক্ষ্যের সঙ্গে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP), জাতীয়ভাবে নির্ধারিত কার্বন-হ্রাস পরিকল্পনা (NDC) এবং জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার কর্মপরিকল্পনার (BccGAP) লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি আনা খুবই প্রয়োজন। দারিদ্র্যপীড়িত জনগণ, প্রান্তিক নারী এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের অভিযোজন

ক্ষমতা এবং সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ন্যাপ (এনএপি) ১১৩টি অভিযোজন প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করেছে। নারী উন্নয়ন নীতি এবং জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-তে লিঙ্গীয় সমতা এবং টেকসই পরিবেশের ওপর জোর দেওয়া নিঃসন্দেহে এই উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করে। জাতীয়ভাবে নেয়া এসব নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান কমানোর জন্য, গবেষণাটি দরিদ্র-পীড়িত মানুষের কথাকে তুলে ধরতে এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দায়িত্বশীলদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক সমাজ সংগঠনসমূহ এবং অধিকারভিত্তিক সংস্থাগুলোকে একজোট হয়ে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার প্রস্তাব দেয়।

জলবায়ুর নায্যতার জন্য প্রশাসনিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং এর কর্তব্যরত ব্যক্তিবর্গ প্রায়শই দরিদ্র অবস্থায় বসবাসকারী মানুষ, প্রান্তিক নারী এবং সুবিধাবঞ্চিতগোষ্ঠীর প্রয়োজনের প্রতি দায়িত্বশীল হতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। অভিযোজন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (ডিআরআর) এবং জলবায়ু সহনশীল জীবিকার সাথে সম্পর্কিত স্থানীয় পরিকল্পনা তৈরীতে এই শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং তাদের ক্ষমতায়নের জন্য সক্ষমতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া অতি জরুরি। জেন্ডার-রেসপনসিভ এবং দরিদ্রবান্ধব অভিযোজন এবং দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য নারীদের এবং নাগরিক সমাজ সংগঠনের ভূমিকা শক্তিশালী করা অপরিহার্য।

পরিশেষে, নেট্জ বাংলাদেশ-এর অনুসন্ধানমূলক গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশে দরিদ্র অবস্থায় বসবাসকারী নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং বঞ্চিত মানুষের জলবায়ুর বিপদাপন্নতা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য ব্যাপক এবং জেন্ডার-রেসপনসিভ জলবায়ু কার্যক্রমের জরুরি প্রয়োজনকে তুলে ধরেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতগুলো ক্রমেই তীব্র হয়ে মানুষের জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সামাজিক সমতার ওপর গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করছে, বিশেষ করে যাদের সম্পদ সীমিত এমন সম্প্রদায়ের জন্য। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষমতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা অপরিহার্য যাতে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা উভয়ই স্থান পায়।

সুপারিশসমূহ:

স্থানীয় সরকারের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করুন: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে (এলজিআই) শক্তিশালী করে জলবায়ু বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর বিশেষত দরিদ্র নারীদের প্রয়োজন মেটাতে তাদের দায়িত্বশীলতা ও কর্মতৎপরতা উন্নত করুন। এজন্য স্থানীয় কর্মকর্তাদেরকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং জলবায়ু সক্ষমতা বিষয়ে প্রশিক্ষিত করার পাশাপাশি জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ এর মতো নীতিমালাগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করুন।

জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনায় জেন্ডারকে অন্তর্ভুক্ত করুন: জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (এনএপি) এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন এবং জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা (বিসিসিজিএপি) অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে জেন্ডারভিত্তিক বিষয়কে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করুন। এর মধ্যে রয়েছে জেন্ডার-সংবেদনশীল কৌশলগুলোর উন্নয়ন যা কৃষি, জল-সম্পদ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের মতো খাতসমূহে নারী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন: স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করুন। নারী উন্নয়ন নীতি ব্যবহার করে জলবায়ু সম্পর্কিত সকল ফোরাম এবং উদ্যোগে নারীদের সমান প্রতিনিধিত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য প্রচারাভিযান চালানো যেতে পারে।

সম্পদ এবং সেবার প্রবেশাধিকারে উন্নতি করুন: স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা কর্মসূচির মতো সেবাখাত যা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের প্রতি সংবেদনশীল এমন প্রয়োজনীয় সেবা এবং সহায়তায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আরও ভাল প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করুন। বিভিন্ন নীতিমালায় সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করার পদ্ধতিগত বাধা দূর করার ওপর মনোনিবেশ করা উচিত।

স্থানীয় নেতৃত্বাধীন অভিযোজনের (এলএলএ) মাধ্যমে অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করুন: স্থানীয় নেতৃত্বে দরিদ্রবান্ধব এবং জেন্ডার-রেসপনসিভ অভিযোজনকে প্রসার করুন, যা মানুষকে স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু চ্যালেঞ্জের জন্য উপযুক্ত সমাধানে সক্ষম করে তুলবে। স্থানিক অভিযোজনগুলো বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনগুলোকে সমর্থন করুন, যাতে সেগুলো বৃহত্তর জাতীয় কৌশল যেমন এনডিসি'র প্রস্তাবনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাঁধাগুলো মোকাবেলা করুন: বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি করে এমন সামাজিক রীতিনীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাঁধাসমূহ যেমন পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার অভাবের মোকাবেলা করুন। এর মধ্যে রয়েছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা করার জন্য আইনি কাঠামো উন্নত করা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ বা চর্চার বিরুদ্ধে নীতির প্রয়োগ করা।

দ্বন্দ্ব-নিরসন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করুন: দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয় এমন রূপান্তরমূলক দ্বন্দ্ব নিরসন কৌশলের ব্যবহার করুন। জলবায়ুর ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য এটা একটি বৃহত্তর কৌশলের অংশ হওয়া উচিত যেমনটা জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিজিএপি)- এর প্রস্তাবে আছে ।

জলবায়ু নীতিসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করুন: জলবায়ু নীতি এবং অভিযোজনগুলোর কার্যকারিতা বোঝার জন্য শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করুন। সময়ের সাথে সাথে এসব নীতির প্রাসঙ্গিকতা এবং কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন রাখতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী থেকে নিয়মিত ফিডব্যাক/ প্রতিক্রিয়া জানার রীতি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

বহুপক্ষীয় সহযোগিতা সহজতর করুন: টেকসই জলবায়ুর সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য সরকার, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক দাতাগণ এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ান। জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট জটিল চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে প্রতিটি খাতের শক্তিকে কাজে লাগাতে যৌথ অংশীদারিত্ব উৎসাহিত করুন।

শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করুন: সমাজের সকল খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিশেষ করে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সম্পর্কে জানাতে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালান। প্রচারাভিযানে মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে লিঙ্গীয় সমতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার গুরুত্বকে হাইলাইট করা উচিত।

নেট্জ পার্টনারশিপ ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিস জার্মানি এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত একটি অলাভজনক সংস্থা যা ১৯৮৯ সাল থেকে স্থানীয় এনজিওর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দরিদ্র্যের বিমোচন, জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাংলাদেশে মানবাধিকার উন্নয়নে কাজ করে আসছে।

GERMANY OFFICE

NETZ e.V. Marktlaubenstr.
9 35390 Gießen
GERMANY

BANGLADESH OFFICE

House: 20 (4th Floor), Road: 11
Dhanmondi, Dhaka-1209
BANGLADESH

www.netz-bangladesh.de